ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তি নিয়ে সংসদে এমপিদের ক্ষোভ

অর্থ সংকটকে দায়ী করলেন শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারি দলীয় সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে তারা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট জবাব চেয়েছেন। জবাবে মন্ত্রী বলেছেন, এমপিদের কাছ থেকে মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে ৩টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা নিয়েছে।

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

এমপিওভুক্তি নিয়ে সংসদে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এগুলো যাচাই-বাছাই করে তালিকা প্রস্তুত করা আছে। তবে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় তা বাস্তবায়নের কাজ এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি। অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমপিওভুক্তির কাজ শুরু করা হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সমতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত আইন করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী।

বিভিন্ন সম্পূরক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষা নিয়ে দেশে কোনো প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য করতে পারবে না। এটা কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়। শিশুদের নিয়ে কোচিংসহ সবধরনের বাণিজ্য পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, মানসম্মত শিক্ষার নামে যেসব প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ফিসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করেছে তা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে হবে।

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তির সময় অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে তা পরবর্তী মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অথবা ফেরত দিতে হবে। কারণ শিক্ষা কোনো মুনাফার জায়গা নয়।

আওয়ামী লীগের খালেদুর রহমান টিটোর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্ত করলে বেতন-ভাতা দেয়ার জন্য যে অর্থের দরকার হবে তা এখনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। অর্থ বরাদ্দ পেতে মন্ত্রণালয় সবধরনের তৎপরতা-তদ্বির অব্যাহত রেখেছে। একই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় ১০টি হাইস্কুল, ৩টি মাদ্রাসা ও ৫টি কলেজ ভবন নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় ৩ হাজার হাইস্কুলের তালিকা চূড়ান্ত করেছে। তবে এক্ষেত্রেও অর্থছাড়ের সমস্যা রয়েছে। সব কাজ শুরু করতে না পারায় আমরা নিজেরাও বিব্রত, কষ্টে আছি। তবে অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হবে।

জাতীয় পার্টির (এরশাদ) একেএম মাঈদুল ইসলামের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের তালিকা করার কোনো সুযোগ নেই। আমি সে রকম মন্ত্রী নই। আমি নিজে দেখে-শুনে তালিকা করেছি। আমরা রাজনৈতিক সরকার। নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে আমলা নির্ভর হয়ে আমি কাজ করি না। ঝিনাইদহ-৩ আসনের শফিকুল আজম খানের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শুধু সংখ্যা দিয়ে এমপিওভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যায় না। আব্দুল অদুদের সম্পূরক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, অনেক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমি দেখেছি, ছাত্রের তুলনায় শিক্ষক বেশি। লেখাপড়ার মানও তেমন ভালো নয়। কিন্তু সরকারের অর্থ এভাবে অপচয় হতে দেয়া যায় না। এজন্য আমি এই সংসদকে অনুরোধ করবো এমপিওভুক্তির নীতিমালার জন্য যেন একটি যুক্তিযুক্ত আইন করা হয়। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য সাধনা হালদারের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে আমরা ইতিমধ্যে প্রচারণাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। বিজ্ঞানকে আনন্দদায়ক বিষয় হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

আওয়ামী লীগের একেএম রহমতুল্লাহর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সরকারের নেই। কিন্তু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত করে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে তা সব ফেরত দিতে হবে। সরকারি দলীয় সংসদ সদস্য শহীদুজ্জামান সরকারের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অনুপাতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষক রয়েছেন। এখানে প্রতি চারজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা সবচেয়ে কম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ৫১ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন একজন। মুহিদ আলী ভুঁইয়ার প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে রাস্তার পাশে ব্যস্ততম এলাকায় রয়েছে সেগুলো সরিয়ে নেয়ার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

মন্ত্রীর উত্থাপিত তথ্যমতে, দেশের ৪৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মোট ১৮ লাখ ৩ হাজার ৯৮৭ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। এর মধ্যে ছাত্র ১০ লাখ ৪৮ হাজার ৬২০ জন এবং ছাত্রী ৭ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৭ জন। একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে মোট ১২ লাখ ৭০ হাজার ৮৪৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। অপরদিকে সবচেয়ে কম শিক্ষার্থী রয়েছে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৬০ জন।